

জর্জ বুশের বিজয়’- ইসলামিষ্টদের মাথায় বাড়ি এবং বামপন্থীদের আহাজারী-২

সাব্বিদ কামরান মিজাঁ
নবেম্বর ১৬, ২০০৪

(পাঠকদের মধ্যে যারা কিছুটা বাম ঘেষা তাদের প্রতি আমার অনুরোধ উনারা যেন উপরের টাইটেলটিতে ‘বামপন্থি’ শব্দটিকে নিজের গায়ে না মাখান। কারণ, আমার এই শব্দটি লেখা হয়েছে আসল বামপন্থীদের জন্য মাত্র, এবং কিছুতে এটা আপনাদেরকে mean করে লেখা হয় নাই)

আমার এই সিরিজের প্রথম খন্ড যারা পড়েছেন আশা করি জর্জ বুশের বিজয়ের পেছনের আসল কারণ বা ফেক্টারটি বুঝতে পেরেছেন। হ্যাঁ, সেই ৯/১১ এর বিভীষিকা, অর্থাৎ আমেরিকানদের সিকিউরিটি ইস্যুটিই ছিল আসল ফেক্টার। আর বাকি সব ছিল গৌণ ফেক্টার। এবারকার ইলেক সনে সাদাদের **conservatism and patriotism** বেড়ে যাওয়া, আমেরিকানদের মনে ধর্মীয় উন্মাদনা বেড়ে যাওয়া, এসবই ছিল ৯/১১ কে কেন্দ্র করে আবর্তন মাত্র। কারণ, **fanaticism generates counter fanaticism**, এটা চির সত্য কথা। পাকিস্তানে এবং বাংলাদেশে ইসলামি ফ্যানাটিজমকে কাউন্টার করার জন্যই ভারতে সৃষ্টি হয় হিন্দুতবা এবং তা’থেকে সৃষ্টি হয় বিজেপি দলের।

৯/১১ এর পরে এই আমেরিকাতে যথেষ্ট কোরান এবং ইসলামি বই বিক্রি হয়েছে যাহা নিয়ে আমাদের অজ্ঞ ইসলামিষ্টগন খুব গর্ব প্রকাশ করেছেন। অথচঃ এইসব বই পড়ে পশ্চিমা খৃষ্টানগন ইসলামের ভেতরের জেহাদী বিষকেই আবিষ্কার করেছে এবং তারা আবার **United** হবার তাগিদ বোধ করেছে। আর সেজন্যই তারা বুশকে ভোট দেবার জন্য আহ্বান করেছে সকল খৃষ্টানদেরকে একত্রিত করার জন্য সুধু ইসলামি ফ্যানাটিজমকে রোধ করার জন্য। এর মানে এই নয় যে আমেরিকা একটি খৃষ্টান বা ক্যাথলিক শাসিত **Theocratic** দেশ হয়ে যাচ্ছে। এটা সুধু পাগলরাই চিন্তা করতে পারে। ৪/৫ শত বৎসর পূর্বে সেই ইউরোপে রেনেসাঁ দিয়ে খৃষ্টানিটির বিষ দাত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে এবং খৃষ্টানিটির গলায় লোহার চেইন পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সে কবেই। খৃষ্টান আইনে শাসিত দেশ আজকের দুনিয়ায় একটিও খুজে পাওয়া যাবে না। পাঠকদেরকে আমার লেখা “**Why Critique only Islam**” (যাহা মুক্তমনা, ফেইথ-ফ্রিডম সহ বিভিন্ন আন্তরজালের ওয়েব সাইটে পাবেন) নিবন্ধটি পড়ে নিতে অনুরোধ করছি। আমাদের ভুললে চলবেনা সব শাপই এক নয়। গোখরো শাপের (ইসলাম) সঙ্গে বিষ-বীহিন টোঁড়া শাপের (খৃষ্টানিটি) কোন তুলনা হয় না। এই ২১ সেঞ্চুরীতে এসেও আজ কয়েক ডজন দেশ খুজে পাওয়া যাবে যেখানে ইসলামী শারিয়া আইন দিয়ে দেশ চালাচ্ছে, এমনকি এই নতুন বিশ্বে কেনাডাতে শারিয়া আইন দিয়ে মুসলিমরা তাদের পরিবারিক আইন চালাচ্ছে। কিন্তু, পাঠকদের মধ্যে কেউ কি বলতে পারেন কোথায় খুজে পাওয়া যাবে একটি দেশ যেখানে চলছে—খৃষ্টান, হিন্দু অথবা জুইস দের ধর্মীয় আইনে? আমেরিকার **Constitution** থেকে সেকুলারিজম, ‘সেপারেশন অব চার্চ এন্ড স্টেট’ এবং বাকস্বাধীনতাকে কোন দিনই সরাতে পারবেনা, রক্তের বন্যা বয়ে যাবে তবু তা’ কখনো সম্ভব হবে না। এটা সুধু পাগলরাই চিন্তা করতে পারে। এই খৃষ্টান ইউনিটির পেছনে ঐ একই কারণ আর তা’হল ৯/১১ এর জগন্য টেরিজমের ইসলামি খেল। তাই আমেরিকানরা তাদের সিকিউরিটির জন্যই বুশকে ভোট দিয়েছে।

বুশের ইরাক আক্রমণে বিশ্বে টেররিজম কি বেড়ে গেছে?

আসুন বিষয়টি একটু পর্যালোচনা করে দেখি। আমি মনে করি ইরাক আক্রমণে টেররিজম মোটেও বাড়ে নি। ৯/১১ এর পর এই আমেরিকার মাটিতে একটিও টেররিজমের ঘটনা ঘটে নি এবং আমেরিকার বাইরেও কোথাও কোন আমেরিকান **Property** এর উপর কোন রকম টেররিজম ঘটে নাই। গত ৯/১১ এর পরে আমেরিকার মাটিতে একটি বোমাত দুরের কথা, একটি ডিমও ফোটে নাই এপর্জন্ত। এমনকি, আমেরিকার বাইরেও কোথাও কোন আমেরিকান সম্পত্তির উপর কোন টেররিষ্টের আঘাত লাগে নাই। আমি এখানে সারা বিশ্বে আমেরিকান সম্পত্তির উপর ৯/১১ এর পূর্বে যে ভাবে বোমাবাজি হত (বিভিন্ন দেশের এম্বেসীগুলোতে, আমেরিকান জাহাজে, খোদ আমেরিকার শহরে ইত্যাদি) তাকেই টেররিজম বলছি। অর্থাৎ আমি ইরাকের গেরিলা যুদ্ধকে সাধারণ টেররিজম বলছি না। ইরাকের ঘটনা আলাদা যাহা আমি পরে ব্যাখ্যা করব।

এই হঠাৎ করে সারা বিশ্বে আমেরিকান **Installation** এর উপর বিনা কারনে টেররিজমের বোমাবাজি ৯/১১ এর পর আর না ঘটনা কোন **Miracle or coincidence** নয়। **এটাকে ঠেলার নাম বাবাজী বলা হয়।** আল-কাঁয়দা জেহাদীরা ডেইজী-কাটারের বাড়ির চোটে লেজ তুলে দৌড়াচ্ছে বনে বাদাড়ে। আর পেট্রিয়ট আইনের তেলসমাতিতে এই কাফেরল্যাড আমেরিকার ত্রিসমানায় আসার সুযোগ নেই তাদের, হাতে-নাতে ধরা পরার ভয়ে সাহসই করছে না এদিকে আসতে। তাইত ভগ্ন হৃদয় নিয়ে ইরাক, সৌদি আরাবীয়া বা ইন্দোনেশিয়াতে যেয়ে কিছু কিছু বোমা-বাজীর খেল দেখাতে চেষ্টা করছে মাত্র।

এটাও ভাবার কোন কারণ নেই যে হঠাৎ উসামার মনে আমেরিকান দের জন্য দয়া উতলিয়ে উঠেছে, যে কারণে আমেরিকার মাটিতে টেররিজমের খেলা হচ্ছে না। আসলে তাদের ভেলকি বাজি ফাঁস হয়ে গেছে। আরবীয় চেহারা এবং মুসলিম নাম নিয়ে এই কাফের দেশের সিমানাই পার হতে পারছে না। আর ভেতরে যে সব আল-কাঁয়দা স্লিপার-সেল ছিল তা'প্রায় ধরা পড়ে গেছে এবং যারা ঘাপ্টিমেরে বসে আছে তারা সাহস করতে পারছে না আরও একটি ইসলামি খেল দেখাতে। কারণ তারা খুব ভাল করেই বুজতে পেরেছে যে যদি আরও একবার এই জেহাদী খেল দেখায় ত'হলে এই পাগলা বুশ ইসলামিষ্টদের কে কেয়ামত দেখাবে এবং আমেরিকায় মুসলিম ইমিগ্রেনদের বড্ড খবর আছে।

আমাদেরকে ভুললে চলবে না যে ৯/১১ না হলে আফগানিস্তান বা ইরাক আক্রমণ **out of question** ছিল। আফগানিস্তানে আজও তালেবানদের ইসলামিক প্যারাডাইজ আরও অনেক বেশি জোঁসে 'ফ্লারিসিং' হত, দেশটি পাথর যুগে চলে যেত, আর উসামা তার জেহাদী বাহিনীকে আরও অনেক বেশি শক্তিশালী করতে পারত। উসামা এবং মোল্লা উমর ইসলামের খলিফাদের ন্যায় আরও অনেক বিবি গ্রহন করতে পারত। আমেরিকার মাথায় বাড়ি না দিলে আমেরিকা উসামাকে তেমন আমলেই আস্ত না এবং সে অনেকটা **Undisturbed** থেকে যেত এতে কোন সন্দেহ নেই। আর ইরাকে এখনও ইংগ-মার্কিন 'নো-ফ্লাই' জোন থাকত এবং ইসলামের মহাবীর সাদ্দাম তার দেশে আরও অসংখ্য গন-কবর বানাতে সুযোগ পেত, এবং প্যালেস্টাইনীদের জেহাদী সুই-সাইড বোমাবাজী আরও উদ্দম গতিতে চলতে থাকত। সারা ইসলামি বিশ্ব এ নিয়ে মাথাই ঘামাতো না। কারণ শত হলেও সাদ্দাম আর যাই হউক—একজন মুসলমানের বেটা ত! মুসলিমরা হল গিয়ে ভাই ভাই। হাদিসে আছে না, “**একজন অমুসলিম ন্যায় বিচারক রাজার চেয়ে একজন নিষ্ঠুর-অত্যাচারী মুসলিম রাজা অনেক ভাল**”। মুস্কিলত হয়েছে এই আমেরিকান কাফেরদেরকে নিয়ে। তারা নিজেরা সাদ্দামকে বিনাশ না করে যদি কোন একজন মুসলিম খলিফা দিয়ে সাদ্দামকে ক্ষমতা থেকে সরাতো তা'হলে আর কোন প্রভলেমই ছিল না। সারা মুসলিম

বিশ্বের মানুষ শান্তিতে নাকে তেল দিয়ে ঘুমুতে পারত। মুস্কিল হয়েছে কাফের বেটা বুশ সাদ্দামকে সরিয়েছে। এটাই মুমিন মুসলিমগন সহ্য করতে পারছে না। শত হলেও সত্য ধর্মের মানুষত?

ইরাকের ঘটনা গতানুগতিক টেররিজম নয়।

ইরাকে যেসব ঘটনা এখন ঘটছে তাকে আমি টেররিজম বলছি না মোটেই। কারণ ইরাককে একটি বিদেশী ফোর্স দখল করেছে এবং ইরাকে এখন তাদের গেরিলা স্টাইলে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। আমরা যে ভাবেই দেখি না কেন, সাদ্দামের অনুরক্ত সুন্নী মুসলিম বা সাদ্দামের শাসন যারা উপভোগ করছিল তাদের কাছে ইরাক বিদেশী শক্তি দ্বারা দখলকৃত। আর সেই দেশটিকে দখল-মুক্ত করার জন্য চলছে মুক্তি যুদ্ধ। ভুললে চলবে না আমারিকার কোয়ালিশন বাহিনী ইরাক দখল করেছে বলতে গেলে বিনা যুদ্ধে। সাদ্দামের সেনা বাহিনী যুদ্ধ না করে অস্ত্র নিয়ে পালিয়েছে পরে গেরিলা যুদ্ধ করার প্লান করে। আর তাই আমরা দেখছি এখন। সাদ্দামের সৈন্য, বিশেষ করে ভয়ংকর ফেঁদাইন বাহিনী (যে ধূর্ত বাহিনী দিয়ে সে ইরাককে প্রায় ৪০ বৎসর কুক্ষিগত করে রেখেছিল) এই গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে পলাতক দলছুট আল-কাঁয়দাগন এবং কিছু আরব জেহাদীরা। তারা এই যুদ্ধে পুরোপুরি আল-কাঁয়দার টেররিষ্ট টেকনিকে সুই-সাইড বোমাবাজি করে অসংখ্য নির্দোষ ইরাকী সিভিলিয়ান মারছে বটে; তবে এটা তাদের আল-কাঁয়দা স্টাইলে মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই না। এটাকে আমরা মুক্তিযুদ্ধই বলতে হবে। আমেরিকান **Installation** এর উপড় টেররিজম বলা যাবে না এটাকে। কারণ ইরাকী মুক্তিযুদ্ধারা তাদের নিজেদের পুলিশ ফারিতে, সপিং মলে, রাস্তা-ঘাটে বোমাবাজি করছে। এতে ইরাকীরাই সুধু একচেটিয়া মরছে। ইরাক যদি অন্য কোন দেশ (আমেরিকা ছাড়া) দ্বারা দখল হত তা হলেও একই ভাবে দেশে টেররিজম করত তাদের দেশকে মুক্ত করতে। কাজেই ইরাকের ঘটনাকে গতানুগতিক টেররিজম বলা ঠিক হবে না।

ইরাক যুদ্ধের ফলে প্যালেস্টাইনেও টেররিজম কমেছে।

অন্যদিকে—সাদ্দামের পতনের পর প্রত্যেক সুই-সাইড ফেমিলীকে ২০ হাজার ডলারের ভর্তকি বন্ধ হওয়ায় প্যালেস্টাইনীদের সুই-সাইড এর খেলা ৯০% কমে গেছে। বলতে গেলে তাদের সেই জেহাদী জেঁসে ভীষন ভাটা পড়েছে এ কথা আজ দিনের মত সত্য। আফগান তালেবান দেরকে তৈরী এবং আফগানিস্তানে পূর্ন ইসলামী প্যারাডাইজ বানানোর পূর্ন Credit ছিল পাকিস্তানের সেনা বাহিনীর এবং ৯/১১ ঘটনা না ঘটলে আজ পাকিস্তানেও পূর্ন ইসলামি প্যারাডাইজ হয়ে যেত। এতে কারও দ্বিমত পোষন করার কোন সুযোগ নেই। এই তালেবানী জেঁস ছড়িয়ে পরত আরও অনেক মুসলিম দেশে। বাংলা দেশে, ইন্দোনেশীয়া, মালয়েশীয়া এবং আরও অনেক দেশে এই ইসলামি জোয়ার বয়ে যেত।

জোট-সরকারের মাধ্যমে বাংলাদেশেও আজ পাকিস্তানি স্টাইলে ইসলামি-শারিয়া আইন পাশ হয়ে যেত পার্লামেন্টের ভোটের মাধ্যমে এবং ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ ও পরিনত হত আজ একটি উৎকৃষ্ট ইসলামি প্যারাডাইজে। কারণ, গত তিরিশ বৎসর ধরেই বাংলাদেশে মৌলবাদ সাই সাই করে বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং প্রায়ই আমরা ইসলামি স্লোগান শুনতে পেতাম—“আমরা বাংলাদেশে আল্লাহর আইন কায়ম করব ইনশায়াল্লাহ” বা “আমরা হব তালেবান, বাংলা হবে আফগান”। ৯/১১ এর আগে এই সেদিনও এইসব বিভিন্ন ইসলামি জেহাদী স্লোগান শুনা যেত হর হামেসা।

কিন্তু বিধি বাম। ৯/১১ এর পরে আফগানের তালেবান-আল-কাঁয়েদাদেরকে আমেরিকান ডেইজী-কাটার দিয়ে কুকুর-বেড়ালের ন্যায় বেধড়ক পেটানোর পর বাংলাদেশের মোল্লাদের সুর পালটিয়েছে; তাদের মুখে আর সেই জেহাদী স্লোগান শুনা যায় না। তারা এখন ডেইজী কাটারের ভয়ে ‘ঠাকুর ঘরে কেরে আমরা কলা খাই না’ জিকির তুলেছে। হরদম বলে বেরাচ্ছে বাংলা দেশে কোন মৌলবাদ নেই। আমরা মৌলবাদ নই, এসবই ইসলামের শত্রুদের প্রপাগান্ডা। **এসবই সম্ভব**

হয়েছে বুশ-চেনী মার্কী দুর্শ্বূজ বাহিনীর সৌজন্যে। যদিও তারা কিছু কিছু টেররিষ্ট-বোমাবাজি করে আওয়ামী কাফেরদেরকে মারছে, কিন্তু মুখে সেই সুমধুর জেহাদী স্লোগান আর নেই। আর তাইত আজ বাংলাদেশের পত্রিকাতে লিখছে-‘বুশের জয় সারা বিশ্বের জন্য বিভীষিকা’-ইনকেলাব। হাঁ খারাপ লোকদের জন্য আবশ্যই বুশ একটি বিভীষিকা বটে!

পাকিস্তানও আজ ঘুরে দাড়িয়েছে। সেই পাকিস্তানী আর্মি তালেবানদেরকে দুধ-কলা দিয়ে পোষেছে তারাই আজ তালেবান-আল-কাঁয়দদেরকে বেধম পেটাচ্ছে। সবই সম্ভব হয়েছে বুশের শক্ত মারের চোটে। ঠেলার নাম বাবাজীর চোটে টেররিষ্টের গড-ফাদার গান্দাপি আজ কত ভদ্র মানুষ, ইরানের ইসলামী জোশও আজ কমে এসেছে। এইত সেদিন ইরানের মোল্লারা ডিক্কার দিয়েছে-**All nuclear work freez** করা হল। বুশের বিজয়ের আগ পর্যন্ত ইরানী মোল্লারা বড় বড় কথা বলছিল ইউরোপিয়ানদের দাবির বিরোধে। কিন্তু, বুশের বিজয়ের পর খুব তাড়াতাড়ি দাবি মেনে নিয়েছে। **সবই ঠেলার নাম বাবাজীর তেলেশমাতি।**

বলতে গেলে ৯/১১ ঘটনা এই খোদ আমেরিকা এবং ইউরোপকে বাচিয়ে দিয়েছে। তা’নাহলে ইসলামিষ্টদের মাতম যে ভাবে শুরু হয়ে ছিল; সামনে অনেক বিপদ ছিল এই আমেরিকার কপালে। একবার মনে করে দেখুন-৯/১১ পূর্বে এই আল-কাঁয়দা জেহাদীরা সর্বমোট অনেক টেররিজমের ঘটনা ঘটিয়েছিল সারা বিশ্বে। তারা আজকে তাঞ্জানিয়ার আমেরিকান এম্বেসী, কালকে উগান্ডা আমেরিকান এম্বেসী, পরশু পাকিস্তানে আমেরিকান এম্বেসী, বৈরুতে আমেরিকান টুরিষ্ট এবং সাংবাদিক হাইজেক, টুরিষ্ট জাহাজে আমেরিকান হত্যা করা, তারপর আবার নাইরোবী আমেরিকান এম্বেসী, আবার ইয়েমেনে আমেরিকান জাহাজে, আবার সৌদিতে দুই-তিনটি আমেরিকান সেনা কেম্পে বোমাবাজী, উগান্ডাতে এয়ার পোর্টের হোটোলে বোমাবাজি, তারপর পরপর দু’বার WTC তে বোমা-এসময়গুলোতে আমেরিকার প্লেবয় প্রেশিডেন্ট ব্যস্ত ছিলেন বিউটি কুইন মনিকাকে নিয়ে। শেষ পর্যন্ত ২০০১ শালে ৯/১১ এর ঘটনা।

কিন্তু কেউকি আমাকে বলবেন- ৯/১১ এর পরে কয়টি আমেরিকান এম্বেসী বা আমেরিকান সম্পত্তির উপর আল-কাঁয়দার হামলা হয়েছে? আশা করি এবার আমার সঙ্গে একমত হবেন যে ৯/১১ এর পর প্রেশিডেন্ট বুশের মারের চোটে বিশ্বে টেররিজম মোটেই বাড়ে নাই, আসলে কমেছে। এবং ক্রমে ক্রমে আরও কমবে বই কি। কয়েক বৎসর বেধম পিটুনি খেয়ে যখন দেখবে যে আর কোথাও টিকতে পারছে না, তখন আবার সোজা হয়ে শান্তির ধর্মের মোল্লারা আবার কয়েক শত বৎসর শান্তিতে থাকবে।

যারা এখনও মনে করছেন যে ইরাক আক্রমণের পর আল-কাঁয়দা জেহাদীদের টেররিষ্টের খেলা বেড়ে গেছে তাদেরকে অনুরোধ করছি কয়েকটি নমুনা দেখাতে। ইরাকের গেরিলা যুদ্ধছাড়া তারা আর একটিও দেখাতে পারবেন কি?

সাদ্দাম কি একজন সেকুলার?

অনেকে আবার তাদের খোড়ায়ুক্তি দেখায় যে সাদ্দাম হল সেকুলার আরব। তাকে কেন আমেরিকা ক্ষমতা থেকে সরাল? আমি বলছি-সাদ্দাম সেকুলার বা ইসলামিক কোনটাই নয়। সে হল সুযোগ-সম্বাদনী এবং একজন প্রচন্ড ক্ষমতালোভী আরব। সাদ্দাম সেকুলার বাথিষ্ট পার্টির কাধে ভর করে ক্ষমতায় আরোহন করেছিল তা’ ঠিক, কিন্তু সে সময় সময় প্রয়োজনে ইসলামকে ব্যবহার ঠিকই করেছে। বিশ্বের প্রায় সব ইরাকি এম্বেসীর সামনেই কিছু ফটো প্রদর্শনী ছিল এবং আমি বেশ কয়েকটি এম্বেসীর সামনে (৮০-৯০ এর দশকে) সাদ্দামের নামাজে সেজদা ও হাত তুলে মোনাজাতের দৃশ্য দেখেছি। সাদ্দাম সৌদীদের ন্যায় ইসলামের জন্য ইরাকি টাকা খরচ করেছে,

বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি বড় বড় মসজিদ (ঢাকার বনানীতে একটি) এবং মাদ্রাসা সাদ্দামের টাকায় হয়েছে। বাংলাদেশের মুসলিমদের কাছে সাদ্দাম একজন পাক্ষা মুসলিম। ৯১' এর গালফ ওয়ারের পর সাদ্দাম মুসলিম বনে যায় এবং সে ইরাকী পতাকাতে কলেমা তৈয়ব যোগ করে, এবং তার দেশে বড় বড় মসজিদ বানিয়েছে। সে তার নিজের রক্তদিয়ে একটি কোরান লিখেছে হাতে। এবং সে প্রত্যেক যুদ্ধের সময়ই ঘোষণা দিয়েছে সে কাফের দের বিরোধে জিহাদ করছে। কাজেই সাদ্দাম একজন সেকুলার আরব তা' মোটেই ঠিক নয়। সাদ্দাম পালেস্টাইনীদের সুইসাইড স্কোয়াডের প্রত্যেক ফেমিলীকে ২০ হাজার ডলার দিয়েছে। পালেস্টাইনের মুসলিমগন সাদ্দামকে তাদের সবচেয়ে বড় মিত্র এবং ইসলামের একজন বড় বীর (Hero) হিসেবে দেখে এসেছে এতদিন। এবং গত কয়েক দশক ধরে প্যালেস্টাইনী মুক্তিযুদ্ধারা সাদ্দামকে তাদের মুক্তির প্রতীক এবং চেতনার উৎস (Symbol of their resistance) হিসেবে দেখে এসেছে। আজ সাদ্দামের পতনের পর পালেস্টাইনি সুইসাইড ৯০% কমে গিয়েছে।

তা'ছাড়া সাদ্দাম ছিলেন সারা বিশ্বের মুসলমানদের একমাত্র আশা-ভরসা, এবং মুসলিমদের প্রাইড। সাদ্দাম একজন বাপের বেটা যে নাকি একমাত্র মুসলমান সুপার পাওয়ার আমেরিকার সঙ্গে টক্কর দিয়েছে। সারা বিশ্বের মুসলমানরা সাদ্দামকে নিয়ে গর্বিত। আর সারা বিশ্বের মুমিন মুসলমানদের এই ঠুনকো ইসলামীক Myth কে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়ার বড় প্রয়োজন ছিল। ঠিক সেই কাজটিই করেছে পাগলা বুশ। আমার এতসব যুক্তির পরেও যারা দ্বিমত পোষণ করেন তাদেরকে অনুরোধ—আমাকে কিছু কারণ দেখাবেন কি— ঠিক কি কারণে এমন একজন কুম্ফাত ততাকথিত সেকুলার মানুষের জন্য সারা বিশ্বের মুসলমানদের এত সহানুভূতি, এত দরদ এবং এত হা-হতাশ?

ইরাকের মাটিতে WMD না পেলেই সাদ্দাম ধোয়া তুলসী পাতা হয়ে যায় নাই। ইরাক যুদ্ধের অনেক পূর্বেই সাদ্দাম WMD ব্যবহার করেছে ইরাক-ইরান যুদ্ধে, তার নিজের সিটিজেনের উপর সে WMD ব্যবহার করেছে। সে কুয়েত দখল করেছিল, ইরানের সঙ্গে ৮ বৎসর যুদ্ধ চালিয়েছিল (যাহাতে ১মিলিয়ন ইরানী এবং ৩ লক্ষ ইরাকি আদমসন্তান মারা যায় যাদের সবাই ছিল মুসলমান) এবং পার্শ্ববর্তি সকল দেশের জন্য সাদ্দাম একটি হুমকি হয়ে দাড়িয়েছিল। এমনকি সে সারা বিশ্বের প্রতি একটি হুমকি হয়ে দাড়িয়েছিল। সাদ্দাম একমাত্র মুসলিম রাজা যে ইজ্রাইলে ৩৬ টি স্কাড-মিসাইল মেরেছিল। অন্যদিকে এক সময়ের ইসলামি-টেররিষ্টদের গড ফাদার গাদ্দাপী ও আমেরিকা এবং ইজ্রাইলের বড় শত্রু ছিল এবং By the way এই গাদ্দাপী ও একজন বড় মাপের সেকুলার মুসলিম। তা'হলে আপনাদের সেকুলার যুক্তিটি কি কাজে লাগছে?

আমেরিকা সাদ্দামকে কুয়েত থেকে ল্যাং মেরে তাড়িয়ে দেবার ফলে সে আমেরিকার একজন বড় শত্রু হয়ে দাড়িয়েছিল। কথায় বলে 'একজন শত্রুর শত্রু হয়ে যায় বন্ধু' তাই ৯/১১ এর সঙ্গে সাদ্দামকে জড়ানো কোন ভুলের কাজ ছিল না। আর সেই কারণেই এখনও ৭৫% আমেরিকান নাগরীক মনে করে ৯/১১ এর সঙ্গে কোন না কোন ভাবে সাদ্দামও জড়িত ছিল। জর্ডানী আল-কাঁয়দার নেতা আল-জাকাওয়ী আফগানিস্তান থেকে জেহাদ শেষে এই ইরাকেই তার আস্তানা গেড়েছিল, কাজেই ইরাক একেবারে নির্দোষ ছিল তা' গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় না। সব জিনিষেরই সব সময় প্রমাণ মিলে না। আমি এখনও মনে করি সাদ্দাম ক্ষমতায় থাকলে আফগান-পাকিস্তান থেকে তাড়া খেয়ে আল-কাঁয়দা জেহাদীরা তাদের সেকেন্ড কম্প ইরাকেই স্থাপন করত এবং জেহাদীদের জেঁস এখনও ১০০% বজায় থাকত। প্যালেস্টাইনে ডেইলি সুইসাইড বোমা ফাটাত।

আমেরিকার গণতন্ত্র পিউর নয় যারা মনে করেন তাদের সঙ্গে আমি কোন তর্ক না করে শুধু একটি প্রশ্নই করব। প্লিজ আমাদেরকে এই দুনিয়াতে মাত্র একটি দেশের নাম বলুন যেখানে আমেরিকার চেয়ে ভাল ও সুষ্ঠু গণতন্ত্র আছে। আমরা সে দেশে যেয়ে দেখতে চাই তাদের সুষ্ঠু গণতন্ত্রটি।

২০০৪ নির্বাচনে কারচুপি করে বুশ জিতে নিয়েছে যারা মনে করেন তাদেরকে আমি সম্মানের সহিত জিজ্ঞেস করছি—এতসব কারচুপি যদি হল তা’হলে চ্যালেঞ্জার জন কেবী কেন এত তারাতারি (মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পরাজয় মেনে নিয়ে বুশকে **Congratulation** জানাল? জন কেবী নিজে একজন বিলিওনার এবং অতি উৎসাহী কেভিডেট ছিলেন তার অর্থের জোর, জনবল সাপোর্ট কোনটারই কমতি ছিল না। হাজার হাজার **Lawyers** তৈরী ছিল আইনের লড়াই করার জন্য। তবু কেন সে এত তারাতারী পরাজয় মেন নিল বলবেন কি? আসলে আমাদের তৃতীয় বিশ্বের পন্ডিতগন তাদের নিজ দেশের নির্বাচনে পুকুর/সাগর চুরি দেখে অভ্যস্ত হওয়াতে এদেশে এসেও কারচুপির ভুত দেখতে পান। অর্থাৎ সে পুরানো স্টাইল—ইলেকসানে হারলেই সুক্ষ কারচুপির সপ্ন দেখেন আর কি।

বুশকে আমারিকার কেন প্রয়োজন!

ইনকেলাব লিখেছে ‘বুশের জয় সারা বিশ্বের জন্য বিতীষিকা’। না, আমি মনে করি বুশের বিজয় সারা বিশ্বের ইসলামী টেররিষ্টদের জন্য বিতীষিকা মাত্র। বুশের বিজয় বিশ্বের সকল ইসলামী টেররিষ্টদের জন্য একটি দাঁত ভাঙ্গা জবাব। বুশের বিজয় সারা দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষের জন্য মোটেও বিতীষিকা নয়। কারণ, ইসলামীষ্টরা একমাত্র ডান্ডা পেটানোকেই ভয় পায়; তাদের সঙ্গে কোন আপোষ করতে গেলে সেটাকে সভ্য জগতের দুর্বলতা মনে করবে এবং তারা আরও জোঁসের সঙ্গে বোমা ফাটিয়ে নির্দোষ মানুষ হত্যা করবে। ইসলামিষ্টদেরকে ডেইজী-কাটার দিয়ে খুব শক্ত বাড়ি দিয়ে ধংস করতে হবে। তার আগে তাদের ইসলামী জোঁস মটেও কমবার নয়। ৯/১১ এর ঘটনা আমেরিকানদের চোঁখ-কান খুলে দিয়েছে। বুশ যদি তৈরীত গতিতে আফগান তালেবানদের চেড়াগুলো ওলট-পালট করে **তালেবান-আল-কাঁয়দা জেহাদীদেরকে কুকুর-বেড়ালের ন্যায় বেদম মাইর না দিত**, তা’হলে গত তিন বৎসরে অন্ততঃ আরো ২/৩ টি বোমা-বাজির খেলা এই আমেরিকার মাটিতেই ঘটত এবং সারা বিশ্বে আমেরিকান এম্বেসীগুলোতে অনেক বোমাবাজি হত। বুশের এই সময় মত **Befitting action** এর জন্যই সে পুনরায় প্রেশিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে।

প্রেশিডেন্ট র্যাগানকেও তার প্রথম Term এ টেররিষ্ট গড-ফাদার গান্দাপিকে একটি শক্ত থাবা দিয়েছিল, গ্রানাডাতে দিয়েছিল আর একটি শক্ত থাবা, কলম্বিয়ায় নরিয়েগাকে তার ঘর থেকে ধরে নাগর-দোলা করে বেধে নিয়ে এসেছিল এবং সুপার পাওয়ার সবিয়েট রাশিয়াকে **Evil Empire** বলে ধমক দেওয়ায় সারা ইউরোপ এবং এশিয়া তার নিন্দা করেছিল এবং র্যাগান ভীষন **Un-popular** ছিল। কিন্তু, ইতিহাস সাক্ষী, সারা দুনিয়ার মানুষ **Wrong** ছিল এবং র্যাগান কমিউনিষ্ট কেম্প ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল তার দ্বিতীয় টার্মে। ঠিক তেমনি ইতিহাস আবার প্রমাণ করবে—যারা বুশকে নিন্দা করেছে তারা কত ভুল করেছে। র্যাগানের ন্যায় বুশকেও ইসলামী টেররিজম ধংস করার জন্য দুনিয়ার মানুষ চিরদিন মনে রাখবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

যে কারণে আমেরিকার জনগন বুশকে নির্বাচিত করেছে, যে কারণে অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রীকে পুনরায় নির্বাচিত করেছে, ঠিক একই কারণে প্রেশিডেন্ট র্যাগানও তার দ্বিতীয় টার্মে **Landslide Victory** পেয়েছিল। আমি অবাক হব না যদি ঠিক একই কারণে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী **Tony Blair** কেও সেদেশের জনগণ আবার নির্বাচিত করে।

আফগানিস্তানে আল-কাঁয়দার বাসা গুড়িয়ে দেবার পর ইরাক ছিল একমাত্র দেশ যেখানে আবার ইসলামি টেররিষ্টরা পুনরায় **re-grouping** এর সুযোগ পেত। সাদ্দাম তাদেরকে অর্থ এবং অস্ত্র সাপ্লাই করে তাদেরকে চাঙ্গা করার অনেক সম্ভাবনা ছিল। তা’ছাড়া সাদ্দামের পতন **ইসলামিষ্টদের জন্য একটা বিরাট Moral crushing message** ও বটে। তা’ছাড়া ঔদিকে প্যালেস্টাইনীদের জেহাদী জোঁস এখনও পুরো বজায় থাকত। সাদ্দামের পতনের পর তাদের

জোঁসে অনেক ভাঁটা পরেছে। কারণ, প্রতিটি সুইসাইড ফেমিলীকে ২০ হাজার ডলারের চেক আর কেউ দিবার রইল না।

আমার মতে ইরাকের ‘আরাফাতের ময়দানে’ আল-কায়েদা এবং অন্যান্য ইসলামি জেহাদীদের সঙ্গে টেররিজমের খেল খেলা খোদ আমেরিকার মাটিতে খেলার চেয়ে হাজার গুন ভাল। টেররিজমের ব্যাপারটি কোন সহজ ব্যাপার নয়, এবং এটির কোন নির্দিষ্ট দেশ নেই যে আমেরিকা যেয়ে দখল করে নেবে। আল্লহর সৈন্যদের কোন নির্দিষ্ট দেশ নেই; তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, বনে জঙ্গলে, সারা পৃথিবীতে, অর্থাৎ আল্লহর দুনিয়াতে। তাই এই টেররিজমের যুদ্ধ হবে কঠিন এবং দীর্ঘস্থায়ী। আমার মতে এই ভয়ংকর শত্রুকে ধংস করতে অন্ততঃ ১০-২০ বৎসর সময় লাগবে। তাই আরবের বৃকে বা এশিয়ার কিছু দেশে টেররিজমের একসন দেখে হতাশ হবার কিছুই নেই। আমেরিকা ইচ্ছে করলে টেররিজমের খেলা দূরে রাখতে পারে তার প্রমান বুশ দেখিয়ে দিয়েছে।

Patriot আইন কেন খারাপ?

আমেরিকাতে মানুষ বেজায় স্বাধীনতা ভোগ করত। সারা পৃথিবীতে এত বেশি স্বাধীনতা আর কোন দেশে ছিল না। বিভিন্ন দেশের মানুষ এদেশে এসে তার পাশপোর্ট টি ফেলে দিয়ে বৎসরের পর বৎসর এদেশে থেকে কাজ করে জীবিকা অর্জনে কোন বাধা ছিল না। মানুষের বাক-স্বাধীনতা ছিল অফুরন্ত। দেশের Air port গুলোতে ছিল জামাইর আদর, চেক-পোস্ট বলতে যাহা ছিল তা দিয়ে যে কোন ভদ্র-গুন্ডা-বদমাশ প্রায় সবার ছিল অতি সহজ আনা-গোনা। কাউকে See-off করতে গেলে একেবারে প্লেনের দোর-গোড়ায় যাওয়া যেত। আর এইসব অবাধ সুযোগ গ্রহন করেই ইসলামী টেররিষ্ট গন ৯/১১ এর ঘটনা খুব সহজে ঘটায়। তারপর বুশ সরকার কেন পেট্রিয়ট আইন করেছে তাহা একজন ১০ বৎসরের খোকারও বুঝার কথা। আমাদের সবার জীবনের সিকিউরিটি দেবার পবিত্র দায়িত্ব সরকারের, এবং সরকার যদি পেট্রিয়ট আইন করে তাহলে আমেরিকান জন সাধারণের এত আফসোস বা অবিয়োগ কেন?

আমার কিছু মুসলিম বন্ধু প্রায় এই পেট্রিয়ট আইনের বিরুদ্ধে অনেক চেচামেচি করে এবং ভাব খানা দেখায় যেন এই আইন করে বুশ সরকার বেজায় অন্যায় করে ফেলেছে। কিন্তু কেন? আমারত কোন অসুবিধা হয় না, আপনারদের এত অসুবিধা কেন? হাঁ অসুবিধা হয় বটে—বিমান বন্দরে অধিক সময় চেক করে, প্রতিদিন সকালে নিজের অফিসে ঢুকতে হলে ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি মেশিনের ভেতর দিয়ে যেতে হয়, বেগ খুলে দেখাতে হয় ইত্যাদি কড়াকড়ির ভেতরে আমাদের সবাইকে চলতে হচ্ছে। আমরা অনেকটাই স্বাধীনতা হাড়িয়েছি এই ৯/১১ এর পরে। আমার প্রশ্ন হল—এর জন্য কি আমরা বুশ সরকারের দোষ দিব নাকি ও ইসলামি টেররিষ্টদেরকে দোষ দিব? কে দোষি এজন্য? আমরা কি চাইব আমার ফ্লাইটে বা আমার অফিসে একজন ইসলামী টেররিষ্ট গোপনে বোমা নিয়ে Blast করে আমাকে মেরে ফেলুক?

তবে পেট্রিয়ট আইন নিয়ে কেন এত অভিযোগ?

আসুন দেখি কেন ইসলামিষ্টগনের এত অভিযোগ এই পেট্রিয়ট আইন নিয়ে। আসল ব্যাপারটি হল, ৯/১১ পূর্বে আমেরিকাতে মুসলিমগন বড্ড বেশি ‘ইসলামিষ্ট’ খেল খেলতে পারত। ঘন ঘন ইসলামিক জলসাতে, মিলাদ-মহফিলে, এবং প্রতি শুক্রবারের জুম্মাতে এবং প্রত্যেক ঈদের জমাতে ইমামগন পশ্চিমা কাফেরদের দেদার গালাগালি করতে পারত, কাশ্মীর, বজনিয়া এবং প্যালেস্টাইন নিয়ে হারামি জুইসদের এবং খৃষ্টানদেরকে অনেক গালাগালসহ জেহাদী ভাষন খুব মজা করে দিতে পারত। প্রায়ই আবার আরব বা অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকে ভাড়া করা ইসলামী মোল্লা এবং ইসলামী চিন্তাবিদ এনে মশজিদে জেহাদী জোঁসের ফতুয়া দিতে পারত। কথায় কথায়

জুইস বা খৃষ্টান বিরোধী ভাষন দিতে কোনই অসুবিধাই হত না। সর্বোপরি টেলিফোনে বা যে কোন জলসাতে পশ্চিমা কালচার নিয়ে দেদার বেঙ্গ করতে পারত। **অর্থাৎ এদেশে থেকে, এদেশে খেয়ে এদেশের মানুষের চৌদ্দ পুরুষকে উদ্ধার করাই ছিল প্রতিদিনের কাজ।** কিন্তু এই ৯/১১ পরে পেট্রিয়ট আইন হওয়ায় আজ সব গেছে বেস্তে। ধরা পরার ভয়ে এখন আর মশজিদে এবং ইসলামি জলসাতে পশ্চিমা কাফেরদের গালাগাল করা যাচ্ছে না। এটাই হল পেট্রিয়ট আইনের বিরোধে অভিযোগ করার আসল কারণ। এবং এটা তারা করছে এদেশেরই ‘সিবিিক রাইট’ আইনের বদৌলতে। প্রায় ১০০% টেররিষ্টের ঘটনা ঘটাচ্ছে ইসলামিষ্টরা আবার অভিযোগ করছে মুসলিম Profiling কেন হচ্ছে। কথায় বলে না শ্বশুর বাড়ীর আবদার আর কি!

পরিশেষে আমি এই কথাই বলব যে এবারকার আমেরিকান প্রেশিডেনসিয়াল নির্বাচন ছিল অতি মূল্যবান। বুশের বিজয় ইসলামী টেররিষ্টদের জন্য এবং সারা বিশ্বের মুমিন মুসলিমদের জন্য একটি শক্ত **Message** দেওয়া হয়েছে। তার উল্টোটি হলে এটাই প্রমান হত যে আমেরিকাই ভুল করেছে এবং উসামার বাহিনীই সঠিক কাজ করেছিল। এরপর ইসলামি টেররিষ্টদের জেহাদী মাতম সারা বিশ্বে চরম ভাবে বেড়ে যেত। এরপর এই আমেরিকার কপালে ছিল নিউক্লিয়ার বোমার আক্রমণ যাতে হয়তো মারা যেত মিলিয়ন নির্দোষ পাবলিক। বেচে গিয়েছে আমেরিকার প্রেশিডেন্ট বুশের **Strong determination** এর জন্য। আমেরিকা আমাদের নিজের দেশ এবং আমাদের ভবিষ্যত জেনারেশনের দেশ। এদেশের মঙ্গলই হল আমাদের সকলের মঙ্গল। আমাদের জান-মালের নিরাপত্তার জন্য এদেশের সরকার যে আইন করবে আমাদের কর্তব্য তাহা মেনে চলা। পেট্রিয়ট আইন যদি আমার কোন অসুবিধা না হয় ত’হলে অন্য একজন মুসলিম আমেরিকানের কেন অসুবিধা হবে দয়া করে বলবেন কি? ধন্যবাদ।